জয় বাংলা আল্লাহ সর্বশক্তিমান জয় বঙ্গবন্ধু

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারবর্গকে প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধাদি সম্বলিত বুকলেট

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারি পরিবহণ পুল ভবন

সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০

Website: www.molwa.gov.bd

“বাঙালি কখনও হারেনি আমরা কখনও হারবো না
এ আত্মবিশ্বাস সবাইকে রাখতে হবে।
– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা”

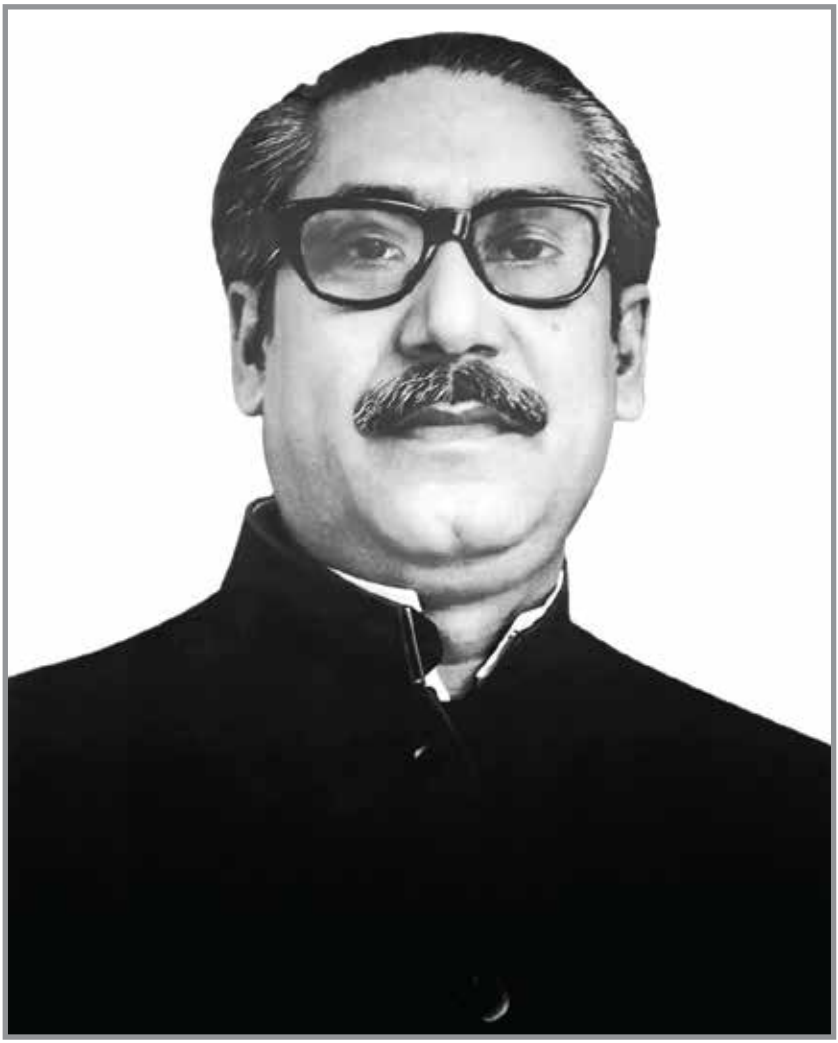

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সংকলন পরিষদ

রঞ্জিত কুমার দাস
(অতিরিক্ত সচিব)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মোহাম্মদ ইউসুফ
উপপরিচালক (উপসচিব)
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)

তরফদার মোঃ আক্তার জামীল
সচিব
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

ডা. মু. আসাদুজ্জামান
উপসচিব (বাজেট)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

দেবাশীষ নাগ
উপসচিব (প্রশাসন-১)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মো: জাহাঙ্গীর আলম
উপসচিব (হিসাব)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মো: আমিনুর রহমান
সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল-২০২২

আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এম,পি

মন্ত্রী

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারবর্গকে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধাদির তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশেষ বুকলেট প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যান্ত আনন্দিত।

এই শুভলগ্নে আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, জাতীয় চার নেতাসহ সকল বীর শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্যাতিতা ২ লক্ষ মা-বোনকে, যাঁদের চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজ পতাকা।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মহান স্বাধীনতা অর্জন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, 'স্বাধীনতা' আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশে থাকা এক দুর্বার আকাঙ্খার নাম। বাঙালি জাতির আত্মবিকাশের পথপরিক্রমায় এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম 'স্বাধীনতা'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৩ বছরের মুক্তির সংগ্রাম এবং দীর্ঘ ৯ মাসের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে আত্মসর্মপনে বাধ্য করার মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খলা ভেঙ্গে আমরা ছিনিয়ে এনেছি একটি নতুন ভূখন্ড, একটি নতুন মানচিত্র, একটি নতুন পতাকা। পেয়েছি পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার এক মহান উজ্জীবনী শক্তি। আর এ সবই আমরা পেয়েছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু একই সূত্রে গ্রথিত, অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য। আর বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ নিশ্চিত করাতে মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামীলীগ সরকার সদ্য তৎপর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রহমান যুদ্ধাহত ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন এবং অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টের দান করেছিলেন। বীরাঙ্গনা ও ক্ষতিগ্রস্থদের পুর্ণবাসন করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর রক্তের ও আদর্শের উত্তরাধিকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও মর্যাদা নিশ্চিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ও উৎসব ভাতা প্রদান, আবাসন নির্মাণ, চিকিৎসা, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণসহ মুক্তিযোদ্ধের চেতনা তৃণমূল পর্যন্ত বাস্তবায়নসহ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সকল প্রকার কল্যাণ নিশ্চিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সদা সচেষ্ট। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারবর্গকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদির তথ্য নিয়ে বুকলেট প্রকাশ নি:সন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ সহজেই তাদের সেবা এবং প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এম.পি)

শাজাহান খান, এমপি
২১৯, মাদারীপুর-২
সভাপতি
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,
সদস্য, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও
কর্মস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও সভাপতি মন্ডলীর সদস্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

বাণী

মহাকালের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও তাঁর আহ্বানে সাঁড়া দিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য ১৯৭১ সালে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। আমি মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে সরকার গঠনের পর জাতির শ্রেষ্ঠসন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ২০০০ সালে তাঁদের অনুকুলে প্রথম মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানি ভাতা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে বর্তমানে মাসিক ২০,০০০/- টাকায় উন্নীত করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারবর্গ আবাসনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছেন।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারবর্গকে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধাদি তথ্যাদি নিয়ে একটি বুকলেট প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এই মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজ্জাম্মেল হক, এমপিকে সাধুবাদ জানাই। আশা করি এই বুকলেটের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধিনস্থ সংস্থার মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারবর্গকে মাসিক সম্মানি ভাতাসহ যেসকল সুবিধাদি প্রদান করছে সে সম্পর্কে দেশবাসী সহজেই জানতে পারবেন।

আমি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ 'বুকলেট' প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

শাজাহান খান, এমপি

বাণী

বীর মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়ে জীবনের মায়া ত্যাগ করে পরিবার-পরিজন ফেলে তাঁরা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের উপহার দিয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশ। তাঁদের এ ঋণ কোন দিন শোধ হবার নয়। তাঁদের আত্মত্যাগের সম্মানে রাষ্ট্র তথা সরকার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আসছে।

এ সকল সুযোগ সুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রেণিভেদে সর্ব্বোচ্চ ৩৫,০০০/- থেকে ২০,০০০/- টাকা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পঙ্গুত্বের শ্রেণিভেদে সর্ব্বোচ্চ ৪৫,০০০/- হতে ২৭,০০০/-, টাকা শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ৩০,০০০/- টাকা এবং সাধারণ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ২০,০০০/- টাকা, হারে সম্মানি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ১০,০০০/- টাকা হারে দু'টি উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা ২,০০০/- টাকা, মহান বিজয় দিবস ভাতা ৫,০০০/- টাকা হারে প্রদান করা হয়। জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সকল সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার বিপরীতে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৭৫,০০০/- টাকার চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়। খেতাবপ্রাপ্ত, যুদ্ধাহত ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে স্বল্পমূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান, ০২ বার্ণারের ০১ চুলার বিল এবং ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিল মওকুফ করা হচ্ছে। যাতায়াতের জন্য যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেল, নৌ, বিআরটিসি বাস ও বাংলাদেশ বিমানে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধদের জন্য ৩০,০০০/- আবাসন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

এ সকল সুযোগ-সুবিধা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিপত্রের মাধ্যমে জারি করা হয়েছে। একজন মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে এ সকল সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিপত্রসমূহ সংরক্ষণ করাতে অনেক কষ্টসাধ্য বিষয় ছিল। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের জন্য প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত করে একটি পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে সহজেই প্রাপ্ত অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবেন। একই সাথে তাঁরা বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারবর্গের সম্মানার্থে কার্যক্রম জনগণ সহজে জানতে পারবে।
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারবর্গকে প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধাদি সম্বলিত বুকলেট প্রকাশের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট কমিটিকে আমি ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজ্জাম্মেল হক, এমপি মহোদয়কে যাঁর দিক নির্দেশনা ব্যতীত এ পুস্তিকা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।

এ পুস্তিকার দ্বারা বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ও তাঁদের পরিবারবর্গ সামান্যতম উপকৃত হলেও আমাদের এ প্রয়াস স্বার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

(খাজা মিয়া)
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ক.	**মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	
	১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	৯
	২. বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন ও দাফন/সৎকার	১২
	৩. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই ক্রয় সংগ্রহ ও বিতরণ	১৪
	৪. চিকিৎসা সহায়তা	১৫
	৫. বীর নিবাস নির্মাণ	১৯
খ.	**জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)**	২১
	১. জামুকা এর কার্যাবলী	
গ.	**বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট**	২০
	১. ট্রাস্টের কার্যাবলী	২০
	২. সম্মানী ভাতা ও উৎসব ভাতা	২২
	৩. যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং	২৪
	শহীদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা	২৪
	৪. রেশন সুবিধা	২৬
	৫. বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি	২৮
ঘ.	**সোনালী ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে দেয় ব্যাংক ঋণ**	২৯
ঙ.	**বিআরডিবি এর মাধ্যমে দেয় ক্ষুদ্র ঋণ**	৩০

ক. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

১.১. ১৫/১২/২০০০ তারিখ হতে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা কার্যক্রম নামে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাসিক জনপ্রতি ৩০০/- টাকা হারে ৪০,০০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ভাতা প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে কার্যক্রমটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কার্যক্রমটির নামকরণ করা হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা প্রদান কার্যক্রম। বর্তমানে এ কার্যক্রমের আওতায় ১,৮৭,২৯০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার অনুকুলে মাসিক ২০,০০০/- টাকা হারে ২,০৮,৪৯৮ জন উপকারভোগীকে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ১০,০০০/- টাকা হারে বৎসরে ০২ (দুইটি) উৎসব ভাতা, জনপ্রতি ২,০০০/- টাকা হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা এবং জনপ্রতি ৫,০০০/- টাকা হারে (জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য) মহান বিজয় দিবস ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

১.২. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা প্রদান কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে Management Informaiton System (MIS) প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত MIS এর ভিত্তিতে Government to Person (G2P) এর মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধা/ উপকারভোগীর সম্মানি ভাতা সরাসরি তাঁদের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১৫/০২/২০২১ তারিখে শুভ উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি স্বরূপ হিসেবে ৩৩ ধরনের প্রমাণক রয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রকৃত সংখ্যা ও পরিচিতি নিশ্চিত করার জন্য MIS এ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার জাতীয় পরিচয় পত্র নং অনুযায়ী নাম, পিতা-মাতার নাম, জন্ম তারিখ ছবি ও ঠিকানাসহ একাধিক প্রমাণকের তথ্য রয়েছে। মৃত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ওয়ারিশদের এনআইডি এর তথ্যাদি রয়েছে।

১.৩. যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনসহ তাদের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ১৯৭৩ সাল থেকে সম্পূর্ণ পঙ্গু ও আংশিক পঙ্গু বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ৭৫/- টাকা হারে সম্মানি ভাতা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময়ে এ ভাতার হার বৃদ্ধি পায়। ২০০১ সালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হবার পর মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

১.৪. খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত গেজেট এর মাধ্যমে ০৪ টি ক্যাটাগরীতে খেতাবপ্রাপ্ত যথা: বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর বিক্রম, ও বীর প্রতীক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ২০১৩ সাল হতে সরকার রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান করছেন। আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনয় নিয়ে সরকার ২০১৬ সালে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার হার বৃদ্ধি করে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনে কার্যক্রমটি সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

১.৫. বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের উত্তরাধিকারিদের অনুকুলে প্রদত্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা প্রদান কার্যক্রম: ০৬/০৯/২০০০ সালে আওয়ামী লীগ সরকার প্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৫/১২/২০০০ হতে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা কার্যক্রম নামে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাসিক জনপ্রতি ৩০০/- টাকা হারে ৪০,০০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ভাতা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে কার্যক্রমটিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কার্যক্রমটির নামকরণ করা হয় মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা প্রদান কার্যক্রম। বর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের প্রদত্ত ভাতাদি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ভাতাদির বিবরণ	পরিমাণ
১.	মাসিক সম্মানি ভাতা	২০,০০০ টাকা
২.	উৎসব ভাতা (২টি)	১০,০০০ টাকা হারে ২টি
৩.	মহান বিজয় দিবস ভাতা (শুধুমাত্র জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ জন্য	৫,০০০ টাকা
৪.	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২,০০০ টাকা

১.৬. বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা বিতরণ আদেশ, ২০২০ অনুযায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা মারা গেলে তাঁর পরিবারবর্গ নিম্নরূপ ভাবে সম্মানি ভাতা প্রাপ্ত হবেন:

(ক) বীর মুক্তিযোদ্ধার একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্ত্রী মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রাপ্য নির্ধারিত সম্মানি ভাতা সমহারে প্রাপ্য হবেন;

(খ) বীর মুক্তিযোদ্ধার একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কোনো স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে মৃত স্ত্রীর গর্ভে মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত সন্তান বা সন্তানগণ তাঁর বা তাঁদের পক্ষের সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন;

(গ) বীর মুক্তিযোদ্ধার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন না; তবে শর্ত থাকে যে, তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভে বীর মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত সন্তান বা সন্তানগণ একটি পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং তাদের পক্ষে সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন;

(ঘ) মৃত স্ত্রী বা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভে বীর মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত কোনো সন্তান না থাকলে এক বা একাধিক জীবিত স্ত্রী সম্পূর্ণ অংশ বা সমহারে সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন;

(ঙ) বীর মুক্তিযোদ্ধার পিতা বা মাতার মধ্যে যে কেউ জীবিত থাকলে মৃত স্ত্রী বা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভে বীর মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত সন্তান বা সন্তানগণ উক্ত সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত পিতা বা মাতা ভাতার সম্পূর্ণ অংশ সমহারে প্রাপ্য হবেন;

(চ) মৃত নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবিত অবস্থায় একাধিকবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে এবং সকল স্বামীর সংসারে তাঁর গর্ভজাত সন্তান থাকলে উক্ত নারী বীর মুক্তিযোদ্ধার পূর্বের সংসারে বীর মুক্তিযোদ্ধার গর্ভজাত সন্তানগণও একটি পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তাহাদের পক্ষের সম্মানি ভাতা সমহারে প্রাপ্য হবেন;

(ছ) মৃত নারী বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বামী জীবিত থাকলে এবং এক বা একাধিক তালাকপ্রাপ্ত বা মৃত স্বামীর সংসারে তার গর্ভজাত সন্তান বা সন্তানগণ থাকলে জীবিত স্বামী একটি পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং উক্ত গর্ভজাত সন্তান বা সন্তানগণ পৃথক পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং সকল পক্ষ উক্ত সম্মানি ভাতা সমহারে প্রাপ্য হবেন;

(জ) তালাকপ্রাপ্ত স্বামী সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন না;

(ঝ) কোনো বীর মুক্তযোদ্ধার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং পিতা -মাতা জীবিত না থাকলে বীর মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত সন্তানগণ সমহারে সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(ঞ) বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামীর অবর্তমানে পিতা-মাতা সমহারে সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পিতার অবর্তমানে মাতা বা মাতার অবর্তমানে পিতা সম্মানি ভাতার সম্পূর্ণ অংশ পাবেন।

(ট) বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামী, পিতা-মাতা ও সন্তানের অবর্তমানে সহোদর ভাই-বোন সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন এবং কেবল জীবিত সহোদর ভাই-বোন উক্ত ভাতা সমহারে প্রাপ্য হবেন, তবে কোনো বৈমাত্রের ভাই-বোন সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

২. বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন ও দাফন বা সৎকার সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

২.১ বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু সংবাদ প্রশাসনকে অবহিতকরণ:

(ক) কোন বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, জেলা কমান্ড বা উপজেলা কমান্ড বা থানা কমান্ডের কমান্ডার বা প্রশাসক বা তাঁহার প্রতিনিধি কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করতে হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ঢাকায় অবস্থানরত খেতাবপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধাহত গেজেটভুক্ত কোনো বীর মুক্তযোদ্ধার মৃত্যু হলে এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির পর দাফন বা সৎকারের জন্য বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা উপাজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করতে হবে।

(খ) বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে তাঁহার কোন আত্মীয় বা প্রতিবেশী বা যে কোনো নাগরিক এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা বা উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করতে পারবে।

(গ) বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হলে উক্ত তথ্যের যথার্থতা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলা বা উপজেলা প্রশাসন এই আদেশের অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

২.২. রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সরকারের প্রতিনিধিত্বকরণ:

মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার দাফন, সৎকার বা সমাধিস্থ করবার অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শনের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন, যথা:

(ক) মহানগর বা জেলা সদরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক;

(খ) উপজেলা এবং পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার; এবং

(গ) রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বা জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকলে মহানগর বা জেলা সদরে জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে তদকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা বা পৌরসভা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পরিবর্তে সহকারী কমিশনার (ভূমি)।

২.৩. মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন:

বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে মৃতদেহ দাফন, সৎকার বা সমাধিস্থ করবার পূর্বে নিম্নরূপভাবে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, যথা:

(ক) মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার কফিন জাতীয় পতাকায় আবৃত করা:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত কফিন কবরে নামানো, সৎকার বা সমাধিস্থ করার পূর্বে জাতীয় পতাকা খুলে ফেলতে হবে;

(খ) অনুচ্ছেদ ২.২ এ বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক সরকারের পক্ষে প্রতিনিধি হিসাবে বীর মুক্তিযোদ্ধার কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ;

(গ) পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে অনুমোদিত সংখ্যক পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র গার্ড কর্তৃক মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সশস্ত্র সালাম জানানো এবং বিউগলে করুণ সুর বাজানো;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মৃত মুক্তিযোদ্ধার দাফন, সৎকার বা সমাধিস্থ করার অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনার পরিচালনা;

তবে শর্ত থাকে যে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকলে তাঁর পরিবর্তে থানার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বর্ণিত দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য হিসাবে বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে মৃতদেহ দাফন বা সৎকার বা সমাধিস্থ করার ক্ষেত্রে উক্ত বাহিনীর নিজস্ব রীতি অনুসরণ।

২.৪. বীর মুক্তিযোদ্ধার দাফন বা সৎকার:

বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে মৃতদেহ দাফন বা সৎকারের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, যথা:

(ক) ইসলাম ধর্মের অনুসারী মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত সরকারি গোরস্থানের সংরক্ষিত স্থানে সমাহিত করা বা ক্ষেত্রমত, পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা বা মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মৃতদেহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) সনাতন ধর্মের অনুসারী বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে স্ব স্ব ধর্মের রীতি অনুযায়ী বা মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী সৎকার বা সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) মৃত অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃতদেহ দাফন, সৎকার বা সমাধিস্থ করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নির্ধারিত হারে আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই ক্রয়, সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রম ঃ

৩.১. বর্ণিত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:

ক) ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ;

খ) দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ এবং নতুন প্রজন্মের নিকট মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ তুলে ধরা;

গ) নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিতকরণ ও সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিস্তৃতি ঘটানো;

ঘ) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই রচনায় উৎসাহ প্রদান;

(ঙ) প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৩.২. বই নির্বাচন:

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে:

(ক) বইসমূহ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে;

(খ) ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শের উপর রচিত, বই, কাব্যগ্রন্থ, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নিবন্ধ, গবেষণাধর্মী রচনা, চিত্রনাট্য, নাটক, স্মৃতিকথা ইত্যাদি সংক্রান্ত বাংলা ও ইংরেজী ভাষার বই, সাময়িকী, জার্নাল, সফটওয়্যার, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি;

(গ) বিশ্বের অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর রচিত সংশ্লিষ্ট বই।

৩.৩. বই বিতরণ/ সরবরাহ পদ্ধতি:

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই সংগ্রহে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে অনুদান হিসেবে বই বিতরণ করবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বই সংগ্রহের আবেদনপত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলা প্রশাসক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর সুপারিশ থাকতে হবে।

৩.৪. নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বই প্রাপ্তির জন্য আবেদনযোগ্য হবে:

ক) জাতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার/ লাইব্রেরি/ পাঠাগার/গ্রন্থাগার।

খ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের গণগ্রন্থাগার/ লাইব্রেরি/ পাঠাগার/ গ্রন্থাগার।

গ) দেশের সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের লাইব্রেরি/ পাঠাগার/ গ্রন্থাগার;

ঘ) সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের লাইব্রেরি/ পাঠাগার/ গ্রন্থাগার;

ঙ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থার লাইব্রেরি/ পাঠাগার/ গ্রন্থাগার।

চ) উপজেলা/ জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ও মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি জাদুঘর এ র লাইব্রেরী/ পাঠাগার/ গ্রন্থাগার।

ছ) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহের লাইব্রেরি/ পাঠাগার/ গ্রন্থাগার।

৪. চিকিৎসা সহায়তা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ সংস্কার অনুদান ঃ

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 'বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকারি হাট বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় নীতিমালা, ২০২১' এবং এর আওতায় জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে চিকিৎসা খাতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে:

৪.১. চিকিৎসা সহায়তা:

ক) চিকিৎসা তথ্য ঃ

- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও নীতিমালায় নির্ধারিত ২৩টি বিশেষায়িত হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে হাসপাতালের অনুকুলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ অর্থ দ্বারা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে থাকে।
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.molwa.gov.bd এ প্রকাশিত সমন্বিত তালিকা ভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ এ সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.molwa.gov.bd এ প্রকাশিত সমন্বিত তালিকা হতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য যাচাই করবেন।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা বাবদ জন প্রতি বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৭৫,০০০/- টাকার চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা যাবে।

- প্রতি বীর মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসার জন্য উপজেলা হাসপাতালে বৎসরে সর্বোর্চ্চ ১০,০০০/- টাকা, জেলা হাসপাতালে বৎসরে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা এবং বিভাগীয় হাসপাতালে বৎসরে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- টাকা খরচ করা যাবে। বিশেষ ক্ষেত্রে সিভিল সার্জন বা পরিচালক এর অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত ১০,০০০/- টাকা ব্যয় করা যাবে। জটিল রোগীর ক্ষেত্রে আয়ন ব্যয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে উপজেলা বা জেলায় ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত খরচ করা যাবে।
- বিশেষায়িত হাসপাতালে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৭৫,০০০/- টাকার চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা যাবে। তবে চিকিৎসা চলাকালে অধিক টাকার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করা যাবে। মুমূর্ষ রোগীর জরুরী অপারেশন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিবেচনানুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে; তবে এ বিষয়ে পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে আবশ্যিকভাবে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।)
- বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের স্ত্রী বা সন্তানগণ কোনভাবেই এ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কোনভাবেই নগদ বা চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করার সুযোগ নাই।

খ) বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের তালিকা:

১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।
২। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা।
৩। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা।
৫। জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইউন্সিটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
৬। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা।
৭। জাতীয় কিডনী ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
৮। জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯। জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১০। জাতীয় বক্ষ ব্যধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
১১। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসাইন্স ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১২। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৩। শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা।
১৪। শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ।

১৫। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।
১৬। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।
১৭। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী।
১৮। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর।
১৯। এম. এ. জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট।
২০। শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল।
১। জাতীয় হৃদরোগ ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এবং গবেষণা ইন্সটিটিউট, মিরপুর, ঢাকা।
২২। বারডেম জেনারেল হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।
২৩। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ এন্ড প্লাষ্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, কামরুজ্জামান স্মরণি, ঢাকা।

৪.২. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ সংস্কার অনুদান

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণ বা সংস্কারের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত জীবিত অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে এককালীন সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

ক) অনুদান মঞ্জুরি বাছাই পদ্ধতি:

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণ বা সংস্কারের অনুদান প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ও ক্ষয়ক্ষতির ছবি সংযুক্ত করে জীবিত অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) (মহানগরের ক্ষেত্রে) এর বরাবরে আবেদন করবেন।
- সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি বাছাই কমিটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত সমন্বিত তালিকার সহিত মুক্তিযোদ্ধার সপক্ষে প্রমাণক হিসেবে দাখিলকৃত ডকুমেন্টস বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্রের অনুলিপির তথ্যাদি যাচাই করিবেন।
- সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি বাছাই কমিটির মাধ্যমে বর্ণিত আবেদনসমূহ বাছাই করিয়া ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণপূর্ব অনুদান মঞ্জুরের সুপারিশসহ প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট সংযুক্ত করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক (মহানগরের ক্ষেত্রে) একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করিবে।
- মন্ত্রণালয় হইতে বীর মুক্তিযোদ্ধার অনুকুলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ পুনঃনির্মাণ বা সংস্কার সহায়তা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চার হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা যাইবে।

- মন্ত্রণালয় হইতে অনুদানের অর্থ সরাসরি বীর মুক্তিযোদ্ধার ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হইবে।
- জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য এ অনুদান প্রযোজ্য হইবে এবং জীবদ্দশায় একবারের অধিক তাঁহারা এই অনুদান প্রাপ্য হইবেন না।

খ) অনুদান মঞ্জুরি বাছাই কমিটি:

(১) প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি মহানগর বাছাই কমিটি

- নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি মহানগর বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:

(ক)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	সভাপতি
(খ)	সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	সদস্য
(গ)	জেলা ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	সদস্য এবং
(ঘ)	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

- সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, মহানগরের আওতাধীন কোনো জীবিত অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণ বা সংস্কারের লক্ষ্যে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করতঃ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া অনুদান প্রাপ্তির যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক সুপারিশসহ উহা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করিবে।

(২) প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি উপজেলা বাছাই কমিটি।

- নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি উপজেলা বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:

(ক)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(খ)	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বা প্রতিনিধি	সদস্য এবং
(গ)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

- সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলার আওতাধীন কোনো জীবিত অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণ বা সংস্কারের লক্ষ্যে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনুদান মঞ্জুরি বাছাই কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করতঃ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া অনুদান প্রাপ্তির যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক সুপারিশসহ উহা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করিবে।

৫. অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বিধবা স্ত্রী/সন্তানদের জন্য বীর নিবাস নির্মাণ

১. উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরঙ্গনা/শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে বীর নিবাস নির্মাণ।

২. লক্ষ্যমাত্রা:

(১) মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিনামূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা।

(২) অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০,০০০ টি বাসস্থান (বীর নিবাস) নির্মাণ (অক্টোবর ২০২৩ মাসের মধ্যে)।

(৩) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

৩. প্রকল্পের সুবিধাভোগী:

(১) বাংলাদেশের অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিধবা স্ত্রী ও সন্তান।

(২) মাসিক আয় ৫০০০ টাকার নীচে (ভাতা ব্যতীত)

(৩) বসবাসের জন্য ভালো কোনো ব্যবস্থা না থাকা।

(৪) বীর মুক্তিযোদ্ধা বা উপকারভোগীর নামে ন্যূনতম ৩৯ ফুট x ২৯ ফুট সাইজের একখন্ড নিজস্ব নিস্কন্টক বীর নিবাস নির্মাণের উপযুক্ত জমি থাকতে হবে। তবে ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে খাস জমি বরাদ্দ প্রদান করেও বীর নিবাস নির্মাণ করে দেয়া যাবে।

৪. আবেদন প্রক্রিয়া:

(১) অসচ্ছল/ভূমিহীন বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানের একাধিক ওয়ারিশের ক্ষেত্রে ৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রদত্ত অংগীকারনামাসহ একজনের নামে আবাসন বরাদ্দের নিমিত্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা/সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়।

৫. **সুবিধাভোগী বাছাইকরণ কমিটি:**

আবাসন বরাদ্দের নিমিত্ত সুবিধাভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী ও সন্তান [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] নির্বাচনের উদ্দেশ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে নিম্নরূপে একটি কমিটি রয়েছে।

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার — সভাপতি

(২) স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত — সদস্য

একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি

(৩) নির্বাচিত উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার [যদি না থাকে সেক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত) একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা — সদস্য

(৪) উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) — সদস্য

(৫) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা — সদস্য সচিব

৬. বীর নিবাস: ৭৩২ বর্গফুট (২টি বেডরুম, ২টি বাথরুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি ডাইনিং, ১টি ড্রয়িংরুম ও ১টি দৃষ্টিনন্দন বারান্দা)।

খ. জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন ২০২২ এর ধারা ০৬ এর আলোকে কার্যাবলী নিম্নরূপ

(ক) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি রক্ষার্থে গৃহীত প্রকল্প পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এবং ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণ।

(খ) প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন, সনদপত্র ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান এবং জাল ও ভুয়া সনদপত্র ও প্রত্যায়নপত্র বাতিলের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ।

(গ) গেজেট ভূক্ত কোন মুক্তিযোদ্ধা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা নয় মর্মে তদন্তে প্রমাণিত হইলে তাহার গেজেট ও সনদ বাতিলের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান।

(ঘ) অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে গেজেটভুক্ত ও সনদপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান।

(ঙ) মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিরোধীতাকারীদের বিদ্যমান তালিকা প্রকাশ ও যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে নতুন তালিকা ও গেজেট প্রকাশের জন্য সরকারের কাজে সুপারিশ প্রেরণ।

(চ) বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ সর্বোতভাবে পুনর্বাসন।

(ছ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়সহ বিভাগ, মহানগর, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ।

(জ) রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের সকল স্তরে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখা ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে সকল শ্রেণীর শিশু-কিশোর, যুবক, ছাত্র,শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সকল শ্রেণীর পেশাজীবিদের সমন্বয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অঙ্গ সংগঠন গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান।

(ঝ) মুক্তিযুদ্ধ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের নিবন্ধীকরণ ও সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ।

(ঞ) মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের নিবন্ধীকরণ ফি, নবায়ন ফি ইত্যাদি নির্ধারণ।

(ট) মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠন, সংঘ, সমিতি, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণায়ন।

(ঠ) সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্মৃতি আদর্শ সংক্রান্ত সৌধ, ভাস্কর্য, যাদুঘর ইত্যাদি নির্মাণের অনুমতি প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান।

(ড) কাউন্সিলের মালিকাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

(ঢ) মুক্তিযুদ্ধ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন।

(ণ) মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সংগঠনের বাতিলকৃত কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষেত্রে প্রশাসক নিয়োগ।

গ. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

১. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলী ঃ

- যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মৃত যুদ্ধাহত/ মৃত খেতাবপ্রাপ্ত / শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ, পণ্য বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সহায়তা প্রদান;
- যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মৃত যুদ্ধাহত/ মৃত খেতাবপ্রাপ্ত/ শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সম্মানি ভাতা, রেশন সুবিধাসহ উৎসব ভাতা প্রদান; (G2P পদ্ধতিতে)
- যুদ্ধাহত / খেতাবপ্রাপ্ত/ মৃত যুদ্ধাহত/ মৃত খেতাবপ্রাপ্ত/ শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/ মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার/ শহিদ পরিবার/ খেতাবপ্রাপ্ত এবং মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সুবিধাভোগী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান;
- ট্রাস্টের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ, সংরক্ষণ; এবং
- ট্রাস্টের তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা।

২. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদেয় সম্মানি ভাতা ও উৎসব ভাতা ঃ

২.১. সম্মানি ভাতা সহায়তা ঃ

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান করা হয়। মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও খেতাবপ্রাপ্ত

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদত্ত মাসিক রাষ্ট্রীয় ভাতার পরিমাণ নিম্নরূপঃ

ক্র: নং	বিবরণ	শ্রেণি	মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার পরিমাণ
০১	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	'এ' (পঙ্গুত্ব ৯৬%-১০০%)	৪৫,০০০/-
		'বি' (পঙ্গুত্ব ৬১%-৯৫%)	৩৫,০০০/-
		'সি' (পঙ্গুত্ব ২০%-৬০%)	৩০,০০০/-
		'ডি' (পঙ্গুত্ব ০১%-১৯%)	২৭,০০০/-
০২	শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার		৩০,০০০/-
০৩	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা	বীরশ্রেষ্ঠ	৩০,০০০/-
		বীর উত্তম	২৫,০০০/-
		বীর বিক্রম	২০,০০০/-
		বীর প্রতীক	২০,০০০/-
০৪	বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার		৩৫,০০০/-

২.২. উৎসব ভাতাদি সহায়তা ঃ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে প্রদত্ত মাসিক সম্মানী ভাতার অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখিত হারে ও শর্তে উৎসব ভাতাদি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে

ক্র: নং	বিবরণ	উৎসব ভাতা (০২টি)	মহান বিজয় দিবস ভাতা (শুধু জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রাপ্য)	বাংলা নববর্ষ ভাতা
০১	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা (বীর শ্রেষ্ঠ ব্যতীত)	১০,০০০/- টাকা হারে	৫,০০০/-	২,০০০/-
০২	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	মূল ভাতার সমপরিমান অর্থ	৫,০০০/-	২,০০০/-
০৩	শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	মূল ভাতার সমপরিমান অর্থ	-	২,০০০/-
০৪	০৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার	মূল ভাতার সমপরিমান অর্থ	-	২,০০০/-

৩. যুদ্ধাহত/খেতাব প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ঃ

০১	শিক্ষা ভাতা (অনধিক ২ সন্তান)	:	বার্ষিক প্রতি সন্তান ১,৬০০/- টাকা।
০২	বিবাহ ভাতা (অনধিক ২ কন্যা)	:	প্রতি কন্যা ১৯,২০০/-টাকা (এককালীন)।
০৩	ঈদ বোনাস ২টি	:	প্রতি কন্যা ১৯,২০০/-টাকা (এককালীন)। মূল ভাতার সমপরিমাণ।
০৪	(ক) দেশে চিকিৎসা খরচ	:	২০% ও তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ট্রাস্টের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা পেয়ে থাকেন।
	(খ) বিদেশে চিকিৎসা খরচ	:	২০% ও তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে উন্নত চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে ট্রাস্ট কর্তৃক নির্বাহকৃত ব্যয়ের পরিমান সর্বোচ্চ ৮.০০ (আট) লক্ষ টাকা।
০৫	কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ চলাচলের জন্য মটরাইজড হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, লাঠি, কৃত্রিম অঙ্গ পতঙ্গ জুতা-মোজা, শ্রবণ যন্ত্র, চশমা ইত্যাদি পেয়ে থাকেন।
০৬	আবহাওয়া পরিবর্তন	:	হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য বৎসরে একবার কক্সবাজারে আবহাওয়া পরিবর্তন/ ঐতিহাসিক স্থাপন পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।
০৭	বার্ষিক ক্রীড়া ও বনভোজন	:	ঢাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের পরিবার এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন আয়োজন করা হয়।
০৮	জাতীয় শোক দিবস ও অন্যান্য দিবস পালন	:	প্রতি বছর ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস ঐতিহাসিক ৭ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস শহিদ বুদ্ধিজীবি দিবস মহান বিজয় দিবস বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও মুজিবনগর দিবসসহ অন্যান্য দিবস পালন করা হয়।
০৯	মৃতদেহ দাফন/সৎকার	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করলে মৃতদেহ দাফন/ সৎকারের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।
১০	পানি ও পয়:নিষ্কাশন বিল মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত পানির বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

১১	বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন।
১২	হুইল চেয়ারধারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মোবাইল ফোন ও সেবা	:	চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগের জন্য হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ট্রাস্ট থেকে মোবাইল ফোন দেয়া হয়েছে।এ জন্য তারা মাসিক ১১০০/-টাকা পর্যন্ত মোবাইল ভাতা সুবিধা প্রাপ্য হচ্ছেন।
১৩	পথ্য বিল	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পথ্য বিল বাবদ মাসিক ৩,১২২/- টাকা হারে পথ্য বিল প্রদান করা হচ্ছে।
১৪	পরিচয়পত্র	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের (২০% থেকে তদুর্ধ্ব) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। উক্ত পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে নিম্নরূপ সুবিধাসমূহ প্রাপ্য হবেন। ১. বাংলাদেশ রেলওয়ে: প্রথম শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত। ২ বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ প্রতি রুট এবং আন্তর্জাতিক যে কোন রুট (ইকোনমি ক্লাস) বছরে দুইবার যাতায়াত; ৩. বিআরটিসি বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত: ৪.বিআইডব্লিউটিসি-এর জলযানে প্রথম শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত; ৫. সওজ-এর আওতাধীন সেতু পারাপারে গাড়ির টোল মওকুফ; ৬. বিআইডব্লিউটিসি-এর ফেরিতে প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস ও এ্যাম্বুলেন্স। বিনা ভাড়ায় পারাপার এবং ভিআইপি কেবিনে ভ্রমণ; ৭. পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল ও মোটেলে স্ব-পরিবারে ০২ (দুই) রাত বিনা ভাড়ায় বছরে একবার থাকা এবং ৮. জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ডাক বাংলোতে স্ব-পরিবারে বিনা ভাড়ায় ৪৮ ঘন্টা অবস্থান,
১৫	গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাপ্রাপত্ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার জানুয়ারি/২০০০ হতে ০২ বার্ণারের ০১ চুলার বিল এবং ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন।
১৬	ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ	:	বিনামূল্যে ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ প্রদানের জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ গজনবি রোডে মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১ নির্মাণ করা হয়েছে। খালি সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৪. রেশন সুবিধা ঃ

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতাভোগী সকল শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার এবং অন্যান্য খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার সদস্যদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়। মাসিক রেশন সামগ্রী প্রাপ্যতার হার নিম্নরূপ

রেশন সামগ্রীর নাম	১ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	২ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	৩ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)	৪ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)
চাউল সিদ্ধ/আতপ	১১	২০	৩০	৩৫
আটা	১২	২০	২৫	৩০
চিনি	১.৭৫	৩	৪	৫
ভোজ্য তেল	২.৫	৪.৫	৬	৮
ডাল	৩.৫	৫.৫	৭	৮

বি:দ্রঃ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে ১-১-১৯৭৩ হতে ৩০-১১-১৯৮৭ পর্যন্ত দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ৩১-১২-১৯৮৭ হতে ২২-১০-২০০১ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং ২৩-১০-২০০১ হতে অদ্যাবধি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে।

৫. বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি

১. উদ্দেশ্য:

(১) মুক্তিযোদ্ধাদের মেধাবী সন্তান, পরবর্তী প্রজন্মদেরকে লেখা-পড়ার সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান;

(২) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রবাহ নতুন প্রজন্মের মধ্যে জাগ্রত এবং শক্তিশালীকরণ;

২. আবেদনের যোগ্যতা:

(১) উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণসহ উচ্চতর শিক্ষায় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণসহ হওয়ার দুই বৎসর অতিক্রান্তের পূর্বে এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হবে;

(২) উচ্চ শিক্ষার মোট সময়কাল অর্থাৎ দরখাস্তকারী অধ্যয়নরত সর্বোচ্চ মাস্টার্স/সমপর্যায় সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এ বৃত্তি চালু থাকবে, এবং তা সর্ব্বোচ ৫ (পাঁচ) বছর বলবৎ থাকবে;

(৩) মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পিএইচডি প্রত্যাশি আবেদনকারীদের মধ্য থেকে আগ্রহী ও মেধা সম্পন্ন ১/২ জনকে প্রতিবছর নীতিমালা অনুসারে বৃত্তি প্রদান করা হবে; এবং

(৪) মুক্তিযোদ্ধার মেধাবী পুত্র-কন্যা, পুত্র-কন্যার পুত্র কন্যা ও পরবর্তী প্রজন্ম।

৩. অযোগ্যতা:

(১) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তির্ণ হওয়ার ২ (দুই) বছর অতিক্রম হলে মুক্তিযুদ্ধ ছাত্র বৃত্তির জন্য আবেদন করা যাবে না;

(২) বৃত্তির জন্য পর-পর দুইবার অকৃতকার্য প্রার্থী আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

(৩) কোন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কোন কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে বা নৈতিকভাবে অধ:পতন হলে বা ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হলে (দেশে/দেশের বাহিরে) আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

(৪) যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর পিতা মাতা অবিভাবকের মাসিক আয় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকার উর্দ্ধে বা ১০ (দশ) বিঘা বা তদুর্ধ্ব কৃষি জমির মালিক বা বিভাগীয় শহরে নিজস্ব বাড়ী/ফ্ল্যাট রয়েছে;

(৫) সরকার ও অন্য কোনো উৎস হতে আবেদনকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হলে;

(৬) মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা, পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা ও পরবর্তী প্রজন্ম না হলে; এবং

(৭) নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন করা না হলে।

৪. বৃত্তি প্রদান পদ্ধতি:

(১) বৃত্তি পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে মেধা তালিকা প্রস্তুতকরণের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি (বাংলা একটি, ইরেজি একটি) দিয়ে দরখাস্ত আহবান করা হয়।

(২) সকল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে সঠিক সময়ে বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে অবগত করার জন্য বিজ্ঞাপন ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধ সংসদ উপজেলা কমান্ড কাউন্সিলকে অবহিত করা হয়;

(৩) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তির নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়; এবং

(৪) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে এ বৃত্তি ফরম বিতরণ/প্রদান করা হয়। এছাড়া ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড করে আবেদন করা যায়।

৫. বৃত্তি বহাল রাখার শর্তাবলী:

(১) বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে অব্যশই নিয়মিত শিক্ষার্থী হতে হবে;

(২) বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতিবছর সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে Progress Report বা শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে এ মর্মে প্রতিষ্ঠান প্রধান/বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র ট্রাস্টের কল্যাণ বিভাগে জমা দিতে হয়;

(৩) পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে বা স্ব-স্ব শিক্ষা বর্ষ হতে পরবর্তী শিক্ষা বর্ষে উত্তীর্ণ না হলে বৃত্তি প্রদান সরাসরি বন্ধ হয়ে যায়; এবং

(৪) বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী যে প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে সে প্রতিষ্ঠানের স্ব-স্ব শ্রেণির মোট ছাত্র-ছাত্রীদের যে গড় ফলাফল তার থেকে শিক্ষার্থীর ফল খারাপ হলে বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়।

৬. বৃত্তির পরিমাণ:

(১) ছাত্র-ছাত্রী এবং শ্রেণি (বর্ষ) নির্বিশেষে বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ১,০০০/- টাকা মাসিক/ত্রৈমাসিক (Monthly/Quarterly) ভিত্তিতে বৃত্তির টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের একাউন্টে প্রেরণ করা হয়;

(২) বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অধ্যায়নরত হলে মাসিক বৃত্তির হার অন্যান্যদের তুলনায় কিছুটা বেশি নির্ধারণ করতে হয়। এ বিষয়ে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দুই জন পিএচডি'র ছাত্র-ছাত্রীর মাসিক বৃত্তির হার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় খরচের ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটি নির্ধারণ করে; এবং

(৩) প্রতি বছর ১/২ জন যারা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে দেশের অভ্যন্তরে পিএইচডি করে তাদেরকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

৭. কোটা পদ্ধতি:

(১) প্রতি ব্যাচে ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রতি উপজেলায় অন্তত একজনের কোটা নির্ধারিত থাকে। অবশিষ্ট বৃত্তি দেশব্যাপী মেধা তালিকা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়।

ঘ. সোনালী ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে দেয় ব্যাংক ঋণ

১. সরকারি ভাতা প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

২. সরকারি ভাতা প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ ঋণ কর্মসূচির আওতায় সোনালী ব্যাংক লিঃ ঋণ প্রাদান করে আসছে। ০৮/০২/২০২২ তারিখ হতে বর্ণিত ঋণ সীমা ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকায় উন্নিত করা হয়। Amortized বার্ষিক ৭% সরলসুদ হারে ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড বাদে নিম্ন হারে মাসিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধ করা যায়।

ঋণসীমা (টাকায়)	পরিশোধযোগ্য মাসিক কিস্তির পরিমাণ (টাকায়)							
	০৯ কিস্তিতে	২১ কিস্তিতে	৩৩ কিস্তিতে	৪৫ কিস্তিতে	৫৭ কিস্তিতে	৬৯ কিস্তিতে	৮১ কিস্তিতে	৯৩ কিস্তিতে
১,০০,০০০.০০	১১,৬৩১.০০	৫,১৫২.০০	৩,৩৮৫.০০	২,৫৬১.০০	২,০৮৩.০০	১,৭৭২.০০	১,৫৫২.০০	১,৩৯০.০০
২,০০,০০০.০০	২৩,২৬২.০০	১০,৩০৪.০০	৬,৭৭০.০০	৫,১২২.০০	৪,৯৬৬.০০	৩,৫৪৪.০০	৩,১০৪.০০	২,৭৮০.০০
৩,০০,০০০.০০	৩৪,৮৯০.০০	১৫,৮৫৩.০০	১০,১৫২.০০	৭,৬৭৯.০০	৬,২৪৭.০০	৫,৩১২.০০	৪,৬৫৫.০০	৪,১৬৭.০০
৪,০০,০০০.০০	৪৬,৫২০.০০	২০,৬০৪.০০	১৩,৫৩৭.০০	১০,২৩৮.০০	৮,৩২৮.০০	৭,০৮৪.০০	৬,২০৭.০০	৫,৫৫৭.০০
৫,০০,০০০.০০	৫৮,১৪৯.০০	২৫,৭৫৫.০০	১৬,৯২০.০০	১২,৭৯৮.০০	১০,৪১০.০০	৮,৮৫৪.০০	৭,৭৫৮.০০	৬,৯৪৬.০০
৬,০০,০০০.০০	৬৯,৭৭৯.০০	৩০,৯০৬.০০	২০,৩০৪.০০	১৫,৩৫৬.০০	১২,৪৯৩.০০	১০,৬২৫.০০	৯,৩১০.০০	৮,৩৩৫.০০
৭,০০,০০০.০০	৮১,৪০৮.০০	৩৬,০৫৭.০০	২৩,৬৮৮.০০	১৭,৯১৬.০০	১৪,৫৭৪.০০	১২,৩৯৫.০০	১০,৮৬১.০০	৯,৭২৪.০০
৮,০০,০০০.০০	৯৩,০৩৮.০০	৪১,২০৭.০০	২৭,০৭২.০০	২০,৪৭৫.০০	১৬,৬৫৬.০০	১৪,১৬৫.০০	১২,৪১২.০০	১১,১১২.০০
৯,০০,০০০.০০	১,০৪,৬৬৮.০০	৪৬,৩৫৮.০০	৩০,৪৫৬.০০	২৩,০৩৪.০০	১৮,৭৩৮.০০	১৫,৯৩৬.০০	১৩,৯৬৪.০০	১২,৫০০.০০
১০,০০,০০০.০০	১,১৬,২৯৭.০০	৫১,৫০৯.০০	৩৩,৮৪০.০০	২৫,৫৯৪.০০	২০,৮২০.০০	১৭,৭০৬.০০	১৫,৫১৫.০০	১৩,৮৯০.০০

ঋণের বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের জেনারেল এ্যাডভান্সেস ডিভিশনের (টেলিফোন-০২২২৩৩৮০৪৮৩, ই-মেইলঃ dgmgad@sonalibank.com.bd) সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।

ঙ. বিআরডিবি এর মাধ্যমে দেয় ক্ষুদ্র ঋণ

বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশ মাতৃকার স্বাধীনতায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ও অবদানের প্রতি লক্ষ রেখে তাঁদের পুর্নবাসনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলা/থানা হতে নির্বাচিত বীর মুক্তিযোদ্ধা/পোষ্যদের ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মস্থান কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০২ সাল হতে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(১) বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদান।

২. বীর মুক্তিযোদ্ধা/ পোষ্য প্রকল্পভূক্ত হবার যোগ্যতা/ঋণ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত:

(১) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃত কোন ব্যাক্তি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, ছেলে/ মেয়েকে বুঝাবে;

(২) যিনি সরকারি বা আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবী নন

(৩) যার বার্ষিক আয় মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা ব্যতিরেকে ১৮,০০০/- টাকার উর্দ্ধে নয়;

(৪) সংশ্লিষ্ট উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন এর স্থায়ী বাসিন্দা; এবং

(৫) বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর।

৩. ঋণ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সৃষ্টভাবে পরিচালনার জন্য উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ঋণ কমিটি (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি, কমান্ডার/আহবায়ক, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, উপজেলা কৃষি/মৎস/প্রাণি সম্পদ/সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন/মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য, ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার সদস্য সচিব) ও সিটি কর্পোরেশন

এলাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সভাপতি, কমান্ডার/আহবায়ক, মহানগরীর সংশ্লিষ্ট জেলার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলার কৃষি/মৎস/প্রাণি সম্পদ/সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন/মহিলা বিষয়ক দপ্তরের অফিস প্রধান সদস্য ও উপপরিচালক, বিআরডিবি সদস্য সচিব) ঋণ কমিটি উক্ত কমিটি সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। ঋণ মঞ্জুর ও আদায় কার্যক্রম ঋণ কমিটির সুপারিশ মতে পরিচালিত হয়।

৪. **সেবামূল্য নির্ণয়:**

সেবামূল্য/সার্ভিস চার্জ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে সেবামূলকসহ আসল ঋণ পরিশোধের পরে অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরের শুরুতে যে ঋণ অপরিশোধিত থাকবে শুধুমাত্র সেই পরিমান ঋণের উপর সেবামূল্য ধার্য করা হয় অর্থাৎ প্রথম বছরে পরিশোধিত মূল ঋণের উপর দ্বিতীয় বছরে কোনো সেবামূল্য ধার্য করা হয়না তিন বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে একইভাবে তৃতীয় বছরের শুরুতেও সেবামূল্য ধার্যের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসারিত হয়।

৫. **প্রকল্প এলাকা:**

দেশের সকল জেলা

৬. **ঋণের সিলিং:**

দশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

৭. **ঋণের মেয়াদ:**

সাধারণ দুই বছর, বিশেষ ক্ষেত্রে তিন বছর।

“অবশেষে নয় মাস পর আমার স্বপ্নের দেশ সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। এ নয় মাসে আমার দেশের মানুষ শতাব্দীর পথ পাড়ি দিয়েছে”

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান